এই খন্ডে যা আছে

সূরা ইউনুস (সংক্ষিপ্ত আলোচনা) ১৫
অনুবাদ (আয়াত ১-২৫) ২৫
তাফসীর (আয়াত ১-২৫) ৩০
ওহী নাযিলের বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়া ৩২
বৈচিত্রময় বিশ্বের এক সুনিপুন স্রষ্টা ৩৫
এবাদাতের প্রচলিত কিছু অপব্যাখ্যা ৩৮
প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নিদর্শন ৪০
বিপদের সময়ে কাফেরদের আল্লাহকে ডাকা ৪৩
আখেরাতমুখী চেতনাই মানুষকে সৎকর্মশীল বানাতে পারে ৪৫
কাফেরদের কিছু অবান্তর অভিযোগ ৪৬
বিপদ কেটে গেলেই আল্লাহর অবাধ্যতা করা ৪৯
অনুবাদ (আয়াত ২৬-৭০) ৫৩
তাফসীর (আয়াত ২৬-৭০) ৬০
নেককারদের সফলতা ও মোশরেকদের দৈন্য দশা ৬১
শরীকরা যেদিন মোশরেকদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে ৬৩
আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন ৬৫
আল কোরআনের মিশন ৭২
আল কোরআনের সম্মোহনী শক্তি ৭৬
আল কোরআনের উপস্থাপনরীতি ৮০
মানবিক সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহর অসীম জ্ঞান ৮৪
দৈনন্দিন জীবনের বাঁকে বাঁকে আল্লাহর নিদর্শন ৮৯
দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকার করার ইতিহাস ৯২
পরকালীন জীবনের অনুভূতি ৯৪
মনের বক্রতা দূরীকরণ ৯৯
বস্তুবাদী চিন্তাধারার সাথে ইসলামী চিন্তাধারার পার্থক্য ১০৫
সংবিধান রচনার অধিকার কোনো মানুষের নেই ১০৭
সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি ১১১
দিন ও রাত সৃষ্টি আল্লাহর এক অপার করুণা ১১৪
আল্লাহর ওপর কাফের মোশরেকদের মিথ্যা অপবাদ ১১৫
অনুবাদ (আয়াত ৭১-১০৩) ১২০
তাফসীর (আয়াত ৭১-১০৩) ১২৫
জাহেলী সমাজের প্রতি নূহ (আ.)-এর চ্যালেঞ্জ ১২৬
ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তাগুতের শ্যোণদৃষ্টি ১৩৫
ফেরাউনের সলিল সমাধি ও লাশ সংরক্ষণ ১৩৬
ঈমানকে সংশয়মুক্ত করণ ১৩৭
মৃত্যুর সময়ের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় ১৩৯
হেদায়াত প্রাপ্তির উপায় ও তা থেকে বঞ্চিত হওয়া ১৪১
চোখ মেলে সৃষ্টি জগতের দিকে তাকানোর আহবান ১৪২
অনুবাদ (আয়াত ১০৪-১০৯) ১৪৫
তাফসীর (আয়াত ১০৪-১০৯) ১৪৬
সূরা হুদ (সংক্ষিপ্ত আলোচনা) ১৪৯
অনুবাদ (আয়াত ১-২৪) ১৫৮
তাফসীর (আয়াত ১-২৪) ১৬২
তাওহীদ ও রেসালাতের প্রকৃতি ১৬৩
দুনিয়া ও আখেরাতে মোমেনের পুরস্কার ১৬৬

AHSAN PUBLICATION

আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা ১৬৯
সকল সৃষ্টির জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ১৭০
বিজ্ঞাননির্ভর তাফসীরের সীমাবদ্ধতা ১৭১
আকীদা বিশ্বাসের সাথে জড়িত কিছু মৌলিক বিষয় ১৭৩
ধৈর্যহীন মানুষের চরিত্র ১৭৫
আল কোরআনের চ্যালেঞ্জ ১৭৭
দুনিয়ার মোহ ক্ষতির একটি বড়ো কারণ ১৭৮
ঘরে বসে কোরআন বোঝার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ১৭৯
আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপের পরিণতি ১৮৩
অনুবাদ (আয়াত ২৫-৪৯) ১৮৬
তাফসীর (আয়াত ২৫-৪৯) ১৯০
সমাজপতিদের বাধাবিপত্তির মুখে নূহ (আ.)-এর অগ্রযাত্রা ১৯১
মহাপ্লাবন ও ঈমানদারদের উদ্ধার পর্ব ১৯৮
বেঈমানীর কারণে নূহের ছেলের করুণ পরিণতি ২০০
নূহের প্লাবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের জনশ্রুতি ২০২
ইসলামের বন্ধন ও সম্পর্কের ভিত্তি ২০৯
মোমেনদের মর্যাদা ২১৬
অনুবাদ (আয়াত ৫০-৬৮) ২১৯
তাফসীর (আয়াত ৫০-৬৮) ২২২
হুদ (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা ২২২
দাওয়াত অবজ্ঞাকারী জাতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ২২৯
আদ জাতির পরিণতি ২৩২
দ্বীনের বিরোধিতার কারণ ২৩৬
অহংকারী জাতির সামনে হুদ (আ.)-এর ভাষণ ২৪৩
হযরত সালেহ (আ.)-এর মিশন ও তার জাতির পরিণতি ২৪৫
সামুদ জাতির অবাধ্যতা ও ধ্বংস ২৪৯
ঘটনার সারসংক্ষেপ ও শিক্ষা ২৫১
অনুবাদ (আয়াত ৬৯-৮৩) ২৫৫
তাফসীর (আয়াত ৬৯-৮৩) ২৫৭
কওমে লুতের নৈতিক অধঃপতন ২৬১
অনুবাদ (আয়াত ৮৪-৯৫) ২৬৭
তাফসীর (আয়াত ৮৪-৯৫) ২৬৯
অর্থনৈতিক দুর্নীতির পংকে নিমজ্জিত মাদইয়ানবাসী ২৭০
মানবরচিত আইন মানা অবশ্যই শেরেকের অন্তর্ভুক্ত ২৭৪
জাতির প্রতি শোয়ায়েব (আ.)-এর কল্যাণ কামনা ২৭৭
মাদইয়ানবাসীর চরম বিনাশ ২৭৯
অনুবাদ (আয়াত ৯৬-৯৯) ২৮২
তাফসীর (আয়াত ৯৬-৯৯) ২৮২
অনুবাদ (আয়াত ১০০-১২৩) ২৮৪
তাফসীর (আয়াত ১০০-১২৩) ২৮৭
কেয়ামত দিবসের কিছু ভয়াবহ চিত্র ২৯২
সন্দেহ ও তার মাঝে দ্বীনের ভারসাম্য রক্ষা করা ২৯৪
সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব ৩০০
মতভেদে লিপ্ত হওয়া ৩০১
এবাদাতের প্রচলিত অপব্যাখ্যা ৩০৬
মানুষ হয়ে মানুষের এবাদাত করা ৩০৮
বহুরূপী জাহেলিয়াতের শিকার মানবজাতি ৩১৫
তাওহীদের আহবানে সমাজের প্রতিক্রিয়া ৩১৮

AHSAN PUBLICATION

সূরা ইউনুস

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আমরা পুনরায় কোরআনের মক্কী অংশের দিকে ফিরে আসছি। মক্কী কোরআনের প্রেক্ষাপট, বক্তব্য, চেতনা ও প্রেরণা সবই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইতিপূর্বে আমরা যে সূরা আনফাল ও তাওবা নিয়ে আলোচনা করেছি, ওই দুটোই ছিলো মাদানী।

কোরআনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এই সাধারণ বৈশিষ্টের দিক দিয়ে তার মক্কী ও মাদানী অংশ উভয়ই সমান। অনুরূপভাবে, অন্যান্য মানব রচিত বাণীর সাথে আল্লাহর কালামের যে পার্থক্য, সে দিক দিয়েও মক্কী ও মাদানী অংশ সমান। এতদসত্তেও কোরআনের মক্কী অংশের কিছু অসাধারণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, রয়েছে তার বিশেষ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট এবং বিশেষ স্বাদও, যা তার আলোচ্য বিষয় দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে থাকে। (তার এই আলোচ্য বিষয় হলো সংক্ষেপে– প্রভুত্ব, দাসত্ব, প্রভু ও গোলামের মধ্যকার সম্পর্ক, মানব জাতিকে তাদের সেই প্রকৃত প্রভু ও মনিবের সাথে পরিচিত করা, যার প্রতিটি হুকুম বা বিধান মেনে চলা তার কর্তব্য, সঠিক ও স্বাভাবিক আকীদা বিশ্বাসের ওপর থেকে সব রকমের বিভ্রান্তি ও বিকৃতি দূর করা এবং মানব জাতিকে তাদের প্রকৃত মনিব ও প্রভুর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করা) অনুরূপভাবে, মক্কী অংশের বিশেষ বাচনভংগির কারণেও তাতে একটা বিশেষ স্বাদ ও মজা অনুভূত হয়ে থাকে। এই বাচনভংগি অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। শব্দ চয়ন থেকে বিষয়গত চমৎকারিত্ব পর্যন্ত যাবতীয় ভাষাগত বৈচিত্র্য এই প্রভাব সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। এ বিষয়ে আমরা সূরা আনয়ামেও আলোচনা করে এসেছি। (সূরা আনয়াম ও আরাফের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আর এখানেও ইনশাআল্লাহ কিছুটা আলোচনা করবো।

ইতিপূর্বে পরপর দুটো মক্কী সূরা আনয়াম ও আরাফের তাফসীর পেশ করেছি। ওই সূরা দুটো ধারাবাহিকভাবে নাযিল না হলেও কোরআনে ধারাবাহিকভাবে স্থান পেয়েছে। তারপর এসেছে মাদানী সূরা আনফাল ও তাওবা। উভয়ের রয়েছে মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়, প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি। এবার আমরা যে দুটো মক্কী সূরায় ফিরে যাচ্ছি, তা হচ্ছে সূরা ইউনুস ও হূদ। এ দুটো যেরূপ ধারাবাহিকভাবে নাযিল হয়েছে, সেরূপ ধারাবাহিকভাবেই কোরআনেও স্থান পেয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সূরা আনয়াম ও আরাফের সাথে এই দুটো সূরার আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। সূরা আনয়ামে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে আলোচিত হয়েছে এ আকীদার প্রতি অজ্ঞতা ও বিরোধিতার বিষয়টি। অতপর এই অজ্ঞতা তথা জাহেলিয়তকে বিশ্বাসে, চেতনায়, এবাদাতে ও কর্মে সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সূরা আরাফের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পৃথিবীতে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের গতি ও পরিণতি এবং এ আকীদা কিভাবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে জাহেলিয়তের মুখোমুখি হয়েছে তাও। সূরা ইউনুস ও হূদেও আমরা আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগি উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করি। তবে সূরা আনয়াম সূরা ইউনুস থেকে খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। আনয়ামের বাচনভংগি মনমগজের ওপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তারকারী, অনেক দ্রুত ও জোরদার আবেগ সৃষ্টিকারী এবং গতিশীলতায় ও দৃশ্য অংকনে অনেক বেশী তেজস্বী ও নিপুণ। আর সূরা ইউনুস অপেক্ষাকৃত ধীর, ঠান্ডা, কোমল ও প্রাঞ্জল বাচনভংগির অধিকারী। পক্ষান্তরে সূরা হূদ বিষয়বস্তু, বাচনভংগি এবং আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সূরা আরাফের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এ সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র সত্তেও সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক সূরারই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পৃথক সত্তা রয়েছে।

সূরা ইউনুস

আয়াত ১০৯ রুকু ১১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝١ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ
اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ
صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢ اِنَّ رَبَّكُمُ
اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۭ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ اِنَّهٗ
يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. আলিফ-লা-ম-রা। এগুলো (হচ্ছে) একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত। ২. মানুষের জন্যে এটা কি (আসলেই) একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকে (তাদেরই মতো) একজন মানুষের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেন সে মানুষকে (তা দিয়ে জাহান্নাম সম্পর্কে) সাবধান করে দিতে পারে, আবার যারা (এ ওহীর ওপর) ঈমান আনে; তাদের (এ মর্মে) সুসংবাদও দিতে পারে যে, তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে উঁচু মর্যাদা রয়েছে, কাফেররা (এমনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো যে, তারা) বললো, অবশ্যই এ ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর! ৩. (হে মানুষ,) তোমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হন, তিনি (তার) কাজ (স্বহস্তে) নিয়ন্ত্রণ করেন; কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া (কারো জন্যে) সুপারিশকারী হতে পারে না; এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; তোমরা কি (সত্যি কথা) অনুধাবন করবে না? ৪. (মৃত্যুর পর) তোমাদের সবার ফিরে যাবার জায়গা হবে একমাত্র তাঁর কাছে; (সেখানে গিয়ে তোমরা) আল্লাহ তায়ালার (সকল) প্রতিশ্রুতিই সত্য (পাবে,) তিনিই এ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন, (মৃত্যুর পর) তিনিই আবার তাকে (তার জীবন) ফিরিয়ে দেবেন, যাতে করে যারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে, ভালো কাজ করে, (যথার্থ) ইনসাফের সাথে তিনি তাদের (কাজের) বিনিময় দান করতে পারেন এবং (এ কথাটাও পরিষ্কার করে দিতে পারেন,) যারা (আল্লাহ

بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا

كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٨ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا

بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥ اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٧ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا

يَكْسِبُوْنَ ۝٨ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ

بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٩ دَعْوٰهُمْ فِيْهَا

তায়ালাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানীয় ও কঠিন শাস্তি রয়েছে, কেননা তারা (পরকালের এ শাস্তি) অস্বীকার করতো। ৫. মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি সূর্যকে (প্রখর) তেজোদ্দীপ্ত বানিয়েছেন এবং চাঁদকে (বানিয়েছেন) জ্যোতির্ময়, অতপর (আকাশে) তার জন্যে কিছু মনযিল তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে (এ নিয়ম দ্বারা) তোমরা বছরের গণনা এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পারো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যে এসব কিছু পয়দা করে রেখেছেন (তার) কোনোটাই তিনি অনর্থক করেননি; যারা (সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন। ৬. অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু (এ) আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে পয়দা করেছেন, তার (প্রতিটি জিনিসের) মাঝে পরহেযগার লোকদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালাকে চেনার) নিদর্শন রয়েছে।৭. (মানুষের মাঝে) যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করেনা, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং (এখানকার) সবকিছু নিয়েই পরিতৃপ্ত, (সর্বোপরি) যারা আমার (সৃষ্টি বৈচিত্রের) নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল থাকে, ৮. তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের (নিশ্চিত) ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন; (এ হচ্ছে তাদের সে কর্মফল) যা তারা দুনিয়ার জীবনে অর্জন করেছে। ৯. (অপরদিকে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের মালিক তাদের (এ) ঈমানের কারণেই তাদের সঠিক পথ দেখাবেন; তাদের তলদেশ দিয়ে (অসংখ্য) নেয়ামতে (পরিপূর্ণ) জান্নাতে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। ১০. (এ সময়) তাদের (মুখে একটি মাত্র) ধ্বনিই